

সূরা আৰু রাহমান -৫৫

(হিজরতের পূর্বে অবর্তীণ)

অবর্তীণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

সূরা কাফ থেকে সূরা ওয়াকেআ পর্যন্ত যে সাতটি সূরার একটি গ্রন্থ নবুওয়াতের পঞ্চম বৎসরে প্রায় কাছাকাছি সময়ে অবর্তীণ হয়েছিল এবং যেগুলোতে প্রায় একই ধরনের বিষয়বস্তু স্থান পেয়েছে, এটি সেই সপ্ত-সূরার ষষ্ঠ সূরা। ঐ সপ্তকের অন্যান্য ছয়টি সূরার মত এই সূরাটিতেও ইসলামের মৌলিক নীতিগুলো, যেমন, আল্লাহ্ তাআলার গুণবলী ও একত্ব, ওহী-ইলহাম এবং পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়েও আলোচিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা আল্ কামারে আরব অধিবাসীদের কাছে পরিচিত জাতিগুলোর দ্রষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছিল ঐ প্রাচীন জাতিগুলো তাদের নবীগণকে অঙ্গীকার করার ফলে এবং ঐশ্বী-বাণীকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে ধৰ্ম হয়ে গিয়েছিল এবং সূরাটিতে এই কথাও বলা হয়েছিল যে কুরায়শরা কি এই দ্রষ্টান্তগুলো থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত করবে না এবং সহজেবোধ্য ও সহজে অনুসরণীয় কুরআনের সরল ঐশ্বী-বাণীকে প্রাপ্ত করবে না? কুরআন কী কারণে অবর্তীণ হয়েছে, এই সূরাতে তাও বর্ণিত হয়েছে।

বিষয়বস্তু

এই সূরা আরম্ভ হয়েছে আল্লাহ্ তাআলার গুণবাচক নাম ‘আৰু রাহমান’ দ্বারা যার তাংপর্য হলো, বিশ্বজগতের সব কিছু সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্ তার সৃষ্টির মুকুট ও চূড়ামণিরূপে মানুষকে সৃষ্টি করলেন। আর এই সব কিছুই করলেন স্বীয় সদাশয়তা, স্বতঃপ্রবৃত্ত দানশীলতা ও মঙ্গলকামিতার কারণে (রহমানীয়তের কারণে)। মানুষকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্ তাআলা তাদের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তাঁর বাণী-বাহক নবীগণকে পাঠাতে লাগলেন। কারণ মানুষ সৃষ্টির পিছনে যে বিরাট ও পবিত্র উদ্দেশ্য রয়েছে তা জানবার ও বুৰুবার জন্য এবং তার অনুকূলে নির্ধারিত উচ্চ গত্তব্যে পৌছার জন্য ঐশ্বীবাণী দ্বারা পথপ্রাপ্তি ও পরিচালিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নবুওয়াত ও রেসালত মহানবী(সা:) এর মাধ্যমে পূর্ণমাত্রায় ও চরম-উৎকর্ষে প্রকাশ লাভ করলো। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে কুরআনের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বমানবের পথ-নির্দেশনার জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বী-বিধান (শরীয়ত) প্রদান করলেন। মানুষকে বহু গুণবলী দিয়ে সৃষ্টি করেই তার প্রতি আল্লাহ্ দান শেষ হয়ে যায়নি। তিনি সারা বিশ্বকেই তার সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এই মহাকাশের গ্রহ-তারকারাজি আর পৃথিবীর অশেষ সম্পদ, গভীর সমুদ্রাশি আর সুউচ্চ পর্বতমালা, এর সবই মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এই সব কিছুরই উপরে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে যা দিয়েছেন তা হলো তার উচ্চমানের বুদ্ধি-বৃত্তি ও বিচার-শক্তি, যাতে সে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সুনীতি-কুনীতি যাচাই করে ঐশ্বী পথ অবলম্বন করে স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্য চিরার্থ করতে পার। কিন্তু মানুষ এমনি এক ধাতে গঠিত যে দয়াময়, মঙ্গলকামী, পরমহিতেয়ী আল্লাহ্ তাআলা তার সম্মুখে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উন্নয়নের যে সীমাহীন সুযোগ খুলে রেখেছেন তা থেকে উপকার লাভের পরিবর্তে সে নিজের আত্মারিতা ও উদ্দ্বিদ্য প্রকাশ করে এবং ঐশ্বী বিধানের প্রতি হেলাভরে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে নিজের উপর আল্লাহ্ তাআলার অসম্ভুষ্টির অভিশাপ ডেকে আনে। সূরাটিতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে এমন এক যুগ আসবে (মনে হয়, বর্তমান যুগের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে) যখন আসমানী আইন-কানুনের প্রতি মানুষ অভক্তি ও বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করবে এবং এই অশুদ্ধার ভাব ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারণ করবে এবং এর ফলে এমন বিধ্বংসী ও প্রলয়ক্ষরী শাস্তি আল্লাহ্ তরফ থেকে নেমে আসবে যে মানবেতিহাসে তার দ্রষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। যদিও দোষী ও অন্যায়কারীদের শাস্তি ভয়ঙ্কর ও প্রলয়ক্ষরী রূপ ধারণ করবে, তথাপি এ লোভ-লালসা ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ পার্থিব সুখ-সর্বব্রহ্ম যুগে ধার্মিক ও খোদাভীরুদের জন্য আল্লাহ্ অনুগ্রহরাজি হবে সীমাহীন। একদিকে ভয়ঙ্কর শাস্তি আর অপরদিকে ঐশ্বী অনুগ্রহ ও নেয়ামত প্রমাণ করবে যে আল্লাহ্ যেমন হিসাব প্রাপ্ত দ্রুত, তেমনি মহিমা ও সমানের প্রভুত্ব তিনিই। মনে হয়, এই সূরাতে সেই যুগের কথাই আলোচিত হয়েছে, যে যুগে পশ্চিমা জাতিগুলোর ক্ষমতা ও মর্যাদার দণ্ড সর্বোচ্চ শিখরে পৌছেবে।

★[এ সূরায় বলা হয়েছে, আকাশের ক্ষেত্রে এক তুলাদণ্ড দেখতে পাওয়া যায় এবং মানুষকেও তুলাদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করতে বলা হয়েছে। এরপর জিন্ ও মানুষকে সহোধন করে বার বার এ কথা বলা হয়েছে, তোমরা উভয়ে খোদার কোনু কোনু অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে? এ প্রসঙ্গে জিন্ ও মানুষের সৃষ্টির পার্থক্য ও বর্ণনা করা হয়েছে যে জিন্কে আগন্তের স্ফূলিঙ্গ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমান যুগে ‘জিন্’ শব্দটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এখানে জিনের একটি ব্যাখ্যা হলো, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াও জিন্, যা সৃষ্টির সূচনালগ্নে আকাশ থেকে পতিত আগন্তে তেজস্ক্রিয় তরঙ্গমালার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান যুগে সব বিজ্ঞানী এ ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌছেছেন, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস সরাসরি আগন্তে থেকে শক্তি পেয়ে অস্তিত্ব লাভ করে।]

এরপর এ সূরায় মানুষ সম্পর্কে একটি ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে, যা মহা প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং সৃষ্টির গভীর রহস্যাবলীর আবরণ উন্মোচন করেছে। কাদামাটি দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করার ধারণা তো পূর্বের সব ঐশ্বীগত্বে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু খন্খনে পাত্রের ন্যায় শুকনো মাটি দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করাটা একটি ধারণা, যা কুরআন মজীদের পূর্বে অন্য কোন ঐশ্বী গ্রন্থ বর্ণনা করেনি। এখানে এ বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু বিজ্ঞানীরা জানেন, সৃষ্টিকালীন সময়ে এমন একটি পর্যায়ও এসেছিল যখন সৃষ্টির উপকরণসমূহকে খন্খনে শব্দকারী পাত্রের ন্যায় শুকনো করে দেয়ার প্রয়োজন ছিল। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহ:) কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]

সূরা আর রাহমান-৫৫

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ৭৯ আয়াত এবং ৩ রংকু

১। *আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী ।

إِسْمَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। (তিনি) পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (আল্লাহ) ।

الرَّحْمَنُ

৩। তিনি কুরআন শিখিয়েছেন ২৯১৮ ।

عَلَمَ الْقُرْآنَ

৪। *তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন ২৯১৯ ।

خَلَقَ الْإِنْسَانَ

عَلَمَهُ الْبَيَانَ

★ ৫। তিনি তাকে বাগ্ধিতা শিখিয়েছেন ।

أَشَّسُ وَالْقَمَرُ يُحْسِبَانِ

৬। *সূর্য ও চন্দ্র এক হিসাব অনুযায়ী (নিজ নিজ কক্ষপথে) চলছে ।*

وَالتَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُنِ

৭। আর তারকা ও গাছপালা উভয়ে সিজদাবন্ত রয়েছে ।★★

وَالسَّمَاءُ رَفِعَهَا وَدَعَضَ الْمِيزَانَ

৮। আর আকাশের (কতই মহিমা)! তিনি একে উঁচু করেছেন এবং *ন্যায়বিচারের মানদণ্ড বানিয়েছেন ২৯২১★★★

দেখুন : ক. ১১১ খ. ৯৬৩ গ. ৬৯৭:৩৬৯৩৯-৪০ ঘ. ৪২১৮:৫৭৪২৬ ।

২৯১৮। নবী-রসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন এবং এই উদ্দেশ্যে আপন বাক্য দ্বারা নবীগণকে সম্মানিত করে থাকেন। কুরআনে আল্লাহর বাণী চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছে। নিজের বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার আত্মপ্রকাশ প্রথম থেকেই মানুষের মধ্যে চলে এসেছে, তবে তা মানুষের কোন পুণ্যকর্মের ফল রূপে নহে, বরং স্বীয় করণা ও মঙ্গলকামিতার তাগিদে তিনি মানুষকে দান স্বরূপ আপন বাক্য শুনিয়েছেন। ঐশ্বী-বাণী বা ওহী-ইলহামের অবতরণ মানবের উপর আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠ দান।

২৯১৯। ‘মানুষ’ শব্দটি এর সাধারণ অর্থ ছাড়াও এখানে ‘পূর্ণ মানব’ অর্থাৎ মহানবী (সা:)কেও বুঝাতে পারে। কেননা তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর পূর্ণতম ও চরমতম প্রকাশ ঘটেছিল। এই হিসেবে দেখলে আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে আল্লাহ তাআলার দয়া, হিতেওঁণা, কৃপা মানব-সৃষ্টির মূলে কাজ করছে যাতে মানুষ উন্নতি করতে করতে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখারে আরোহণ করে নিজের মধ্যেও স্রষ্টার গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটাতে পারে।

★[এখানে ‘বিহুসবান’ এর আরও একটি অর্থ হলো, এটা হিসাব রক্ষণের মাধ্যম। পৃথিবীতে যত উন্নতিই হয়েছে তা হিসাবের মাধ্যমেই হয়েছে। আর সূর্য ও চন্দ্রের আবর্তনের ফলে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিতভাবে হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি জানতে পেরেছেন। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯২০। পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে এই আয়াতটি একত্রে প্রকাশ করছে যে মহাকাশের সর্ববৃহৎ বস্তুই বল, কাঞ্চিবিহীন ছেট গুল্যাই বল, সব কিছুই কতগুলো বিধান অনুযায়ী চলে এবং তাদের জন্য নির্ধারিত কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে নির্ভুলভাবে সময় মত সম্পর্ক করে থাকে। এই যে বৃহৎ সৌরজগৎ যার মত কোটি কোটি জগৎ রয়েছে এর প্রতিটি গ্রহ-উপগ্রহ আপন আপন কক্ষের উপর চলে আপন আপন গতব্যের দিকে নিরাপদে-নির্বিঘ্নে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে, কখনো কক্ষ-চ্যুত হয় না।

★★[এখানে ‘আন্নাজম’ শব্দ দিয়ে তারকাকে বুঝাতে পারে, যা পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত হিসাবের সাথে সম্পৃক্ত। আর ‘আন্নাজম’ শব্দ দিয়ে গুলুলতাকেও বুঝাতে পারে। কেননা এর পরে গাছপালার উল্লেখ রয়েছে। এ বর্ণনাত্ত্বাতে কুরআন করীমের প্রাঞ্জল ও সমৃদ্ধ হওয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। আর তা হলো, কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াত সবদিক থেকে পরম্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯১১টীকা এবং ★★★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পঠায় দ্রষ্টব্য

৯। যেন তোমরা মানদণ্ডে (অর্থাৎ ন্যায়বিচারে) সীমালংঘন না কর^{১২২}।

أَلَا تَطْعُوا فِي الْبَيْزَانِ

১০। আর তোমরা ওজনের ন্যায়মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ক্ষমাপে কম দিও না।

وَأَقِمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا إِلَيْزَانَ

১১। আর পৃথিবীরও (কত মহিমা)! তিনি একে সৃষ্টির জন্য (উপযোগী করে) বানিয়েছেন।

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلَّذِنَامِ

১২। এতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফল এবং আবরণবিশিষ্ট খেজুরও

فِيهَا فَارِكَهُ مُؤَدِّيَ التَّغْلُبِ ذَاتُ الْأَكْنَامِ

১৩। এবং খোসাবিশিষ্ট শস্যদানা ও সুগন্ধিযুক্ত গাছপালা।

وَالْحَبْتُ دُوْلَعَصِيفِ وَالرَّيْحَانُ

১৪। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে^{১২৩}?

فَبِأَيِّ الْأَرْدِ تَكُمَا تَكَبِّدُ بِنِ

১৫। তিনি মানুষকে পোড়া মাটির পাত্রের ন্যায়^{১২৪} খন্খনে শুকনো মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন

خَلَقَ إِلَيْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ

দেখুন : ক. ১১৪৮৫-৮৬; ১৭৩৬; ২৬৪১৮২ খ. ৫০৪১০-১১ গ. ১৫৪২৭,২৯।

২৯২১। এই বিশ্ব-জগৎ একটা অভিন্ন নিয়মের অধীন এবং এর বিভিন্ন অংশ একত্রে গতি ও আকৃতির একটা মহিমাবিত ঐক্য ও সমন্বয় তৈরী করেছে। এই পারম্পরারিক সমন্বয় ও ভারসাম্য যা বিভিন্ন বস্তুতে বিবাজমান, তাতে যদি সামান্য ব্যাঘাতও ঘটে তাহলে সমস্ত বিশ্ব জগৎ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়বে। কিন্তু যে সকল বিধান সমগ্র বিশ্ব-জগতকে পরিচালনা করে, সে সবের চাবি-কাঠি আল্লাহ তাআলার নিজের আয়তে, মানুষের নাগালের বাইরে।

★★★[এখানে আকাশের উচ্চতার কথা বলা হয়েছে। এটি আসলে পূর্বের আয়তের বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ যে হিসাবের মাধ্যমেই তুলাদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আর আকাশকে যে উঁচু করা হয়েছে তা এত ভারসাম্যপূর্ণ যে এর মাধ্যমে মানুষ ন্যায়বিচার করার পথ শিখতে পারে। (হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দ্ধতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯২২। বিশ্ব-জগতের সবকিছুর মাঝে যেমন একটা সার্বিক ঐক্য ও সমন্বয় রয়েছে তেমনি সৃষ্টির মুকটমণি মানুষকেও আদেশ করা হয়েছে তারা যেন ঐ একতা ও সমরোতার ভারসাম্য রক্ষাকল্পে সকল মানবের প্রতি সমতা ও ন্যায়-নীতিপূর্ণ ব্যবহার করে, প্রত্যেককে তার প্রাপ্য প্রদান করে এবং স্বীকৃত প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে যেন সীমা না ছাড়ায় বরং মধ্যপথ অবলম্বন করে।

২৯২৩। দ্বিচন 'তুকায়্যেবান' ব্যবহৃত হয়েছে এই কারণে যে জিন ও মানুষ এই দুই শ্রেণীকে এই দ্বিয়াপদের কর্তা গণ্য করা হয়েছে যেমন তা ৩৪ আয়তেও উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা দুই শ্রেণীর মানুষকে বুবিয়ে থাকতে পারে: মুমিন ও কাফির, নেতা ও অনুসারী, ধনী ও দরিদ্র, সাদা ও কালো মানুষ। অথবা বিভিন্ন আয়তে যে সব আদেশ-উপদেশ রয়েছে সেগুলোর প্রতি জোর দেয়া ও সম্মান প্রদর্শনার্থেও সম্মান-সূচক দ্বিচন ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। কেননা এইরূপ ক্ষেত্রে সম্মান-সূচক দ্বিচন ব্যবহার আরবী ভাষায় প্রচলিত আছে। ৫০৪২৫ দেখুন। হ্যারত নবী করীম (সাঃ) এই কথা বলেছেন বলে জানা যায়, যখন এই আয়তটির শব্দগুলো পড়তে শুনবে তখন তোমরা উভয়ে বলবে, "তোমার কোন অনুগ্রহই আমরা আঙীকার করি না। সকল প্রশংসা তোমারই, হে আমাদের প্রভু" (কসীর)

২৯২৪। আকাশমণ্ডলের সৃষ্টিসহ তাতে চন্দ্র-সূর্যের অবস্থান নির্ধারণ করে পৃথিবীর পরিসর, বিস্তার এবং তাতে শস্যাদি উৎপাদনের ব্যবস্থা ও তদনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ করার পর এই আয়তে মানব-সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। 'তিনি মানুষকে পোড়া মাটির পাত্রের ন্যায় খন্খনে শুকনো মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন' বাক্যটির অর্থ এই হতে পারে যে মানুষকে এমন বস্তু-উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে যার মধ্যে কথা বলার গুণ ও শক্তি নিহিত রয়েছে। 'সালসাল' তখনই শব্দ করে যখন বাইরের কোন বস্তু দ্বারা তাতে আঘাত করা হয়। মানুষের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার এই কথার ইঙ্গিত বহন করে যে প্রতিধ্বনি বা প্রত্যুত্তর দানের ক্ষমতা বাণী গ্রহণের সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। মানুষের সৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর বুরোবার জন্য কুরআনে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম শব্দটি বুরাতে বলা হয়েছে, "আল্লাহ তাআলা তাকে (মানুষকে) মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন" (৩৯৬০)। দ্বিতীয় ধাপটি বুরাতে বলা হয়েছে, "তিনিই তোমাদেরকে কাদা থেকে সৃষ্টি করেছেন" (৬৪৩)। এর দ্বারা বুরায় যে ত্রিশী-বাণীরূপ পানির ছিটা পেয়ে মানুষ ভাল-মন্দ বিচার করার শক্তি অর্জন করে। মানুষের তৃতীয় স্তরকে বলা হয়েছে, "পোড়া মাটির পাত্রের ন্যায়", এই ধাপে মানুষকে দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদির দ্বারা অগ্নি-পরীক্ষা নেয়া হয়। যখন এই অগ্নি-পরীক্ষার সব বিষয়ে সে কৃতকার্যতার সাথে উত্তীর্ণ হয় এবং আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখন তার ভাগ্যে খোদা-মিলন ঘটে।

১৬। ৰ-এবং জিনকে সৃষ্টি কৰেছেন আগনেৱ শিখা থেকে^{১৯২৫}।

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِيجٍ مِّنْ نَارٍ^①

১৭। অতএব (হে জিন ও ইনসান) ! তোমৰা উভয়ে তোমাদেৱ
প্ৰভু-প্ৰতিপালকেৱ কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকাৰ কৰবে?

فِيَأَيِ الَّذِي رَبَّكُمَا تَكْنَدُّ^②

১৮। ৰ-তিনি দুটি পূৰ্বেৱ প্ৰভু-প্ৰতিপালক এবং দুটি পশ্চিমেৱও
প্ৰভু-প্ৰতিপালক^{১৯২৬}।*

رَبُّ الْشَّرِقَيْنَ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنَ^③

১৯। অতএব (হে জিন ও ইনসান) ! তোমৰা উভয়ে তোমাদেৱ
প্ৰভু-প্ৰতিপালকেৱ কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকাৰ কৰবে?

فِيَأَيِ الَّذِي رَبَّكُمَا تَكْنَدُّ^④

★ ২০। তিনি দুটি সমুদ্ৰকে মিলিয়ে দিয়ে উভয়কে একীভূত
কৰবেন^{১৯২৭}।

مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنِ^⑤

২১। (বৰ্তমানে) উভয়েৱ মাঝে এক ৰ-প্ৰতিবন্ধক রয়েছে, (যা)
এৱা অতিক্ৰম কৰতে পাৰছে না।

بَيْنَهُمَا بَرْزَحٌ لَا يَبْغِيْنِ^⑥

২২। অতএব (হে জিন ও ইনসান) ! তোমৰা উভয়ে তোমাদেৱ
প্ৰভু-প্ৰতিপালকেৱ কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকাৰ কৰবে?

فِيَأَيِ الَّذِي رَبَّكُمَا تَكْنَدُّ^⑦

২৩। উভয় (সমুদ্ৰ) থেকে মুক্তা ও প্ৰবাল বেৱ হয়^{১৯২৮}।**

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ^⑧

দেখুন : ক. ৭৪১৩; ১৫৪২৮; ৩৮৪৭৭ খ. ২৪১১৬; ২৬২৯ গ. ২৫৪৫৪; ২৭৫৬২।

১৯২৫। ১৫৪২৮ দেখুন।

২৯২৬। পৃথিবীৰ প্ৰত্যেকটি স্থান অপৰ স্থানৰ পূৰ্ব বা পশ্চিম হবে, প্ৰত্যেক স্থান অপৰ স্থানগুলোৱ তুলনায় পূৰ্ব ও পশ্চিম। এই ইন্দ্ৰিয়-
গ্রাহ্য বিষয়টিকেই দুই পূৰ্ব ও দুই পশ্চিম গোল হওয়াৰেৱ পূৰ্বদিক পশ্চিম গোলাৰ্ধেৱেৰ
পশ্চিম এবং পশ্চিম গোলাৰ্ধেৱেৰ পশ্চিম পূৰ্ব গোলাৰ্ধেৱেৰ পূৰ্বদিক হয়ে যায়। এইভাৱেও দুই পূৰ্ব ও দুই পশ্চিম আছে। আধুনিক কালেৱ
ৱাজনৈতিক ভাষাতেও দুই পূৰ্ব, দুই পশ্চিম সুবিদিত, যথা মধ্য প্ৰাচ্য ও দূৰপ্ৰাচ্য এবং দুই পশ্চিম ইউৱোপ ও আমেৰিকা। এই আয়াতটিতে
এই কথার প্ৰতি ইশাৱাৰ রয়েছে যে আল্লাহই সমগ্ৰ বিশ্বেৱ অধিপতি। তাই কুৱানেৱ আলো পূৰ্ব গোলাৰ্ধেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তা
পশ্চিম গোলাৰ্ধকেও আলোকিত কৰবে। “পৃথিবীৰ তাৱ প্ৰভু প্ৰতিপালকেৱ জো্যতিতে আলোকিত হয়ে উঠবে” (৩৯:৭০)।

★[এ আয়াতে দুটি পূৰ্ব ও দুটি পশ্চিমেৱ উল্লেখ কৰা হয়েছে। অথবা মহানৰী (সা:) এৱ যুগে মানুষ একটি পূৰ্ব ও একটি পশ্চিমেৱ কথাই
জানতো। অতি ছোট এ আয়াতটিতে ভবিষ্যত যুগেৱ মহান আবিষ্কাৰ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। (হ্যৱত খলীফাতুল মসীহ রাবে’
(ৱাহে:) কৰ্ত্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুৱান কৱীমে প্ৰদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯২৭। ‘দুটি সমুদ্ৰ’ মানে লোহিত সাগৱ ও ভূমধ্য সাগৱ অথবা প্ৰশান্ত মহাসাগৱ ও আটলান্টিক মহাসাগৱ হতে পাৱে কিংবা উভয়
জোড়াই বুৰাতে পাৱে। এই আয়াতে এক বিৱাট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা সুয়েজ খাল ও পানামা খাল খননেৱ মাধ্যমে সুস্পষ্টভাৱে
বাস্তবায়িত হয়েছে। সুয়েজ খাল ভূমধ্য সাগৱকে লোহিত সাগৱৰেৱ সাথে সংযুক্ত কৰেছে আৱ পানামা খাল সংযুক্ত কৰেছে প্ৰশান্ত
মহাসাগৱকে আটলান্টিক মহাসাগৱৰেৱ সাথে। এই ভবিষ্যদ্বাণীৰ পূৰ্ণতা দেখতে বিশ্বেৱ মানুষকে তেৱশ’ বৎসৱ অপেক্ষা কৰতে হয়েছে।
এই ‘দুই সমুদ্ৰ দুৱাৰ’ অন্য অৰ্থও বুৰাতে পাৱে, যেমন প্ৰকৃতি-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, অথবা প্ৰাকৃতিক নিয়ম-কানুন ও ঐশ্বী-বাণী।
শেষোক্ত দুটি নিয়মকে ভুলবশত পৱন্পৱেৱ বিপৰীত মনে কৱা হয়, যদিও আসলে এই দুটি পৱন্পৱেৱ সমৰ্থক। প্ৰাকৃতিক নিয়ম হলো
আল্লাহৰ কাজ এবং ঐশ্বী-বাণী (ওহী-ইলহাম) হলো আল্লাহৰ কথা। তাৱ কথা ও কাজে কোনৱৱ গৱামিল থাকতে পাৱে না।

২৯২৮। আশৰ্যৰেৱ বিষয় মুক্তা ও প্ৰবাল উভয় বস্তুই সুয়েজ খাল ও পানামা খাল দ্বাৱা সংযুক্ত সমুদ্ৰ থেকে পাৱয়া যায়। এছলে মুক্তা ও
প্ৰবালেৱ উল্লেখ কৰে সেই সব সমুদ্ৰকে চিহ্নিত কৱা হয়েছে যেগুলো ভবিষ্যতে সংযুক্ত হওয়াৰ কথা বলা হয়েছে। প্ৰকাশ থাকে যে সব
সমুদ্ৰে মনি-মুক্তা ও প্ৰবাল উৎপন্ন হয় না। (হ্যৱত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (ৱাহে:) কৰ্ত্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুৱান কৱীমে প্ৰদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

★★[মহানৰী (সা:) এৱ যুগে একুপ দুটি সমুদ্ৰ সম্পৰ্কে মানুষ কিছুই জানতো না এবং এগুলো একে অন্যেৱ সাথে মিলিত হওয়াৰ
ভবিষ্যদ্বাণী কৱাও সম্ভব ছিল না। (হ্যৱত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (ৱাহে:) কৰ্ত্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুৱান কৱীমে প্ৰদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৪। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে?

২৫। আর সমুদ্রে পাহাড়সম উচু নৌযানগুলো তাঁরই^{১৯২৯}।

১ ২৬। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের [২৬] প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে? ১১

২৭। ৰ-এ (পৃথিবীতে) যা-ই আছে সবই নশ্বর^{১৯৩০},

২৮। কিন্তু প্রতাপ ও মর্যাদার অধিকারী তোমার প্রভু-প্রতিপালকের^{১৯৩১} সত্তা অবিনশ্বর।

২৯। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে?

৩০। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই কাছে যাচ্না করে। প্রতি মুহূর্তে তিনি এক নৃতন মহিমায় (প্রকাশিত) হন^{১৯৩২}।

৩১। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে?

★ ৩২। হে পরাশক্তিদ্বয়! অচিরেই আমরা তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করবো^{১৯৩৩}।

দেখুন : ক. ৪২৯৩৩ খ. ২৮৯৮৯।

২৯২৯। আধুনিক কালের সুবৃহৎ সমুদ্গামী লাখ টনের জাহাজ, যা সমুদ্রের বুকে পাহাড়ের মত দেখায়, তাঁরই কথা এখানে বলা হয়েছে। পাশ্চাত্যের জাতিগুলো বিশাল সমুদ্র পথের সম্বন্ধের করে সওদাগরী বাণিজ্যের মাধ্যমে যে উন্নতি লাভ ও প্রভাব বিস্তার করেছে এই সুরাতে তাঁরই চিত্র তুলে ধরা হয়েছে বলে মনে হয়।

২৯৩০। সারা বিশ্বই ক্ষয় ও ধৰ্মসের অধীন এবং বিশ্ব-চরাচরের সবকিছুই একদিন বিলীন হয়ে যাবে। কেবল মাত্র আল্লাহ্ তাআলাই অনন্ত কাল থাকবেন। কেননা একমাত্র তিনিই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সকলের ভরসা-স্তুল।

২৯৩১। ‘ওয়াজহ’ অর্থ যে বস্তু একজনের হেফায়তে থাকে বা যে বস্তুর প্রতি একজনের প্রথর দৃষ্টি থাকে (২৮:২৯), বস্তুটির মালিক স্বয়ং, অনুগ্রহ, মুখমণ্ডল (আবরাব)। যদিও পৃথিবী বিলীন হয়ে যাবে, মহাকাশের বস্তুগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়বে এবং বিশ্ব-জগতের সকল বস্তুই অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে, তথাপি মানুষের যুক্তি দায়ী করে যে একটি এমন অস্তিত্ব থাকা উচিত, যে মরে না, পরিবর্তিত হয় না এবং ক্ষয়প্রাণ্তি হয় না। আর সেই অনাদি-অনন্ত অস্তিত্বই হলেন আল্লাহ্, যিনি বিশ্ব-জগত সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সবকিছুর আদি ও অঙ্গের কারণ। এই আয়ত ও পূর্ববর্তী আয়তগুলো একত্রে দুটি অপরিবর্তনীয় প্রাকতিক নিয়মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যা সর্বদা ক্রিয়াশীল রয়েছেঃ- (১) প্রতিটি বস্তুই ক্ষয়, অধঃপত্ন ও লয় প্রাপ্ত হয়, (২) এশী বিধি-বিধান পালনের দ্বারা জীবন-ধারা অব্যাহত থাকে।

২৯৩২। সকল প্রাণীই তাদের জীবন ধারণের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভরশীল, তিনিই তাদের স্মৃষ্টা, পালন-কর্তা ও বর্ধন-কর্তা। তাঁর গুণাবলী অনন্ত ও গণনাতীত। এই গুণাবলী অনবরত বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

২৯৩৩। ‘আস্ সাকালান’ মানে দুটি ওজনদার ভারী বস্তু (লেইন)। পূর্বীপর প্রসঙ্গ অনুসারে ‘সাকালান’ শব্দটি মানুষ ও জিনকে বুঝাতে পারে, অথবা আরব ও অন্যান্যকে বুঝাতে পারে। তাছাড়া আধুনিক রাজনৈতিক বাগ্ধারার দুটি বিশিষ্ট পরাশক্তি, রাশিয়া ও তার মিত্রশক্তিগুলো এবং যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রশক্তিগুলো, এই দুই পরাশক্তিকে বুঝিয়ে থাকতে পারে। এমনকি এটা একদিকে পুঁজিবাদী শক্তি ও অপরদিকে সাম্যবাদী শক্তি, এতদুভয়ের মোকাবেলাকেও বুঝাতে পারে। যেভাবে দুই পরাশক্তি নিজেদেরকে একে অপরের মোকাবেলায় পরিচালিত করছে তাতে মনে হয়, যে কোন দিন তারা পরম্পরের বিরুদ্ধে মৃগ-যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আর এর সাথে সাথে শত শত বৎসরের মানব-শ্রমে গড়ে উঠা সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ধূলিসাং হয়ে যাবে এবং প্রাণি-জগৎ প্রায় জীবন-শূন্য হয়ে পড়বে। এই আয়তে এই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে বলে মনে হয়।

فَيَأْتِيَ الَّذِي رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونَ ③

وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنْشَثُ فِي الْبَحْرِ كَالْعَلَامِ ④

فَيَأْتِيَ الَّذِي رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونَ ⑤

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ⑥

وَبَيْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ⑦

فَيَأْتِيَ الَّذِي رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونَ ⑧

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي
شَانِ ⑨

فَيَأْتِيَ الَّذِي رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونَ ⑩

سَنَقْرُعُ كُلُّ آيَةِ الشَّقْلِ ⑪

৩৩। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৩৪। হে জিন ও ইনসানের দল! তোমরা আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করার সামর্থ্য রাখলে অতিক্রম করে দেখাও। কিন্তু যথাযথ কর্তৃত ছাড়া^{১০৪} তোমরা (অতিক্রম করতে) পারবে না।*

৩৫। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

★ ৩৬। তোমাদের উভয়ের ওপর ধোঁয়াবিহীন আগুনের লেলিহান শিখা এবং আগুনবিহীন ধোঁয়ার (স্তুতি)^{১০৫} পাঠানো হবে। আর তোমরা একে অন্যকে সাহায্য করতে পারবে না।**

৩৭। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৩৮। কার আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে এবং (তা) রাঙানো চামড়ার মত লাল হয়ে যাবে^{১০৬} (সেদিনটি হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিন)।***

৩৯। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

দেখুন : ক. ৬৯৪১৭;৮৪৪২।

২৯৩৪। এই আয়তটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একটি ব্যাখ্যা হলো, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকরা যারা বস্তু-বিজ্ঞানের উন্নতিতে চরমত্ব লাভ করেছে বলে গৰ্ব বোধ করে তাদেরকে এই আয়তে বলা হয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে তারা যত উন্নতিই করুক না কেন, যেসব প্রাকৃতিক আইন-কানুন বিশ্ব-জগতের চলিকা শক্তিরপে কাজ করে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, সেই সব আইন-কানুন তারা কখনো সম্পূর্ণ মাত্রায় আয়ত করতে পারবে না। যত চেষ্টাই তারা করুক না কেন সর্বাধিপতি আল্লাহর কর্তৃত ছাড়া তারা সফলকাম হবে না। এর অর্থ এও হতে পারে যে 'তোমরা আকাশ ভেদ করে যেখানেই যাও না কেন তোমরা দেখতে পাবে, সেখানেও আল্লাহর শাসন ও কর্তৃত বিরাজ করছে।' অন্য একটি ব্যাখ্যা হলো, এই আয়ত পাপীদেরকে সাবধান করে বলছে যে তোমরা দুঃহাসিকতার সাথে পৃথিবী ও আকাশের সীমা ভেদ করে যেতে চাও। কিন্তু ঐশী-বিধানকে অবজ্ঞাভরে তুচ্ছ-তাছিল্য করলে কখনও বিনা শাস্তিতে পরিত্রাণ পাবে না। এই আয়তে বর্তমান যামানার রকেট, স্পুটনিক ইত্যাদি মহাকাশ পাড়ি দিবার খোয়ানগুলোর প্রতিও ইঙ্গিত থাকতে পারে, যা দিয়ে আমেরিকা ও রাশিয়া গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করেছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, বড়জোর তারা মাত্র কতগুলো গ্রহ-উপগ্রহে যেতে পারবে, কিন্তু আল্লাহর বিশ্ব-মহাবিশ্ব তো অসীম ও ধারণাত্মিত।

★[এ আয়তে বলা হয়েছে, 'হে জিন ও ইনসানের দল!' জিন বলতে অন্তর্ভুক্ত এক সৃষ্টিকে বুঝানো হতো। এদের সম্পর্কে তো সেই যুগে {অর্থাৎ মহানবী (সা:) এর যুগে} এ কথা বলা যেত, এরা আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে এ ধারণাও করা যেত না যে এরা আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করার চেষ্টা করবে। এখানে বিশেষভাবে চিন্তা করার বিষয় হলো, কেবল পৃথিবীর সীমানার কথা বলা হয়নি, বরং আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সীমানার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এরা সমগ্র বিশ্ব জগত এক লাফে পার হওয়ার চেষ্টা করবে। 'ইল্লা বি সুলতান' আয়তাংশে বুঝানো হয়েছে, তারা চেষ্টা করবে, কিন্তু কেবল শক্তিশালী যুক্তি ও প্রযুক্তির কর্তৃত্বের মাধ্যমে সফল হতে পারবে। এটিই বর্তমান যুগের অবস্থা। যেসব বিজ্ঞানী পৃথিবী ও মহাকাশ সম্বন্ধে চিন্তা করে তারা ২০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ পর্যন্ত দূরের সংবাদ কেবল তাদের শক্তিশালী যুক্তি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে জেনে নেয়। দৈহিকভাবে এটি করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে): কর্তৃক উর্দূতে অনুদিত কুরআন করামে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯৩৫। এই আয়তে বলা হয়েছে, পরম্পর শক্তিতে লিখে এই দুটি শক্তিজোট মহাভীতিপূর্ণ প্রলয়ক্ষয়ী শাস্তিতে নিপত্তিত হতে পারে। মনে হয় বিশ্ব এখন এক মহা অগ্নি-কুণ্ডের তীরে দাঁড়িয়ে ভাবছে, কখন না জানি এর লেলিহান অগ্নিশিখায় সমগ্র বিশ্ব-সভ্যতা একেবারে জ্বলে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

★★[নতুনে চীরী যখন বকেটে বসে পৃথিবী ও মহাকাশ অতিক্রম করার চেষ্টা করে তখন লেলিহান শিখা ও এক ধরনের ধোঁয়া তাদের আঘাত হানে। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে): কর্তৃক উর্দূতে অনুদিত কুরআন করামে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯৩৬। যে শাস্তি সম্বন্ধে ভাতিপূর্ণ সর্তকবাণী উচ্চারিত হয়েছে তার বর্ণনা ও চিত্র কত ভক্ষকর!

★★★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فِيَأَيِ الْأَءِ رَبِّكُمَا تَلَدِّبُنِ
④

يَعْشَرَ الْجِنَّتَ وَالْإِنْسَنَ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ
تَغْدُوا مِنْ أَنْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْقُلُونِ
لَا تَنْقُدُونَ إِلَّا سُلْطَنِ
⑤

فِيَأَيِ الْأَءِ رَبِّكُمَا تَلَدِّبُنِ
⑥

يَرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ تَأْرِيْهٍ وَنَحَّاسٌ فَلَا
تَنْتَصِرُنِ
⑦

فِيَأَيِ الْأَءِ رَبِّكُمَا تَلَدِّبُنِ
⑧

فَإِذَا اشْقَتِ النَّسَاءُ فَكَانَتْ وَدَّهُ كَالِّهَانِ
⑨

فِيَأَيِ الْأَءِ رَبِّكُمَا تَلَدِّبُنِ
⑩

৪০। সেদিন জিন ও ইনসানের কাউকে তার পাপ সম্পর্কে
জিজ্ঞেস কৰা হবে না^{৩৯}।*

৪১। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমৰা উভয়ে
তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার
কৰবে?

৪২। সব অপৰাধীকে তাদের লক্ষণাবলী দিয়ে চিনা যাবে।
আৱ তাদের মাথার সামনের চুল ও পা ধৰে (হেঁচড়িয়ে) নেয়া
হবে।

৪৩। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমৰা উভয়ে
তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার
কৰবে?

৪৪। ^{ক.}(সেদিন তাদের বলা হবে,) ‘এটাই তো সেই জাহানাম
যা অপৰাধীৱা অস্বীকার কৰতো।

৪৫। তাৱা এ (জাহানামে) এবং ফুটত্ত পানিতে^{৪০} ঘুৱতে
থাকবে।’

২ ৪৬। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমৰা উভয়ে
[২০] তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার
১২ কৰবে?

★৪৭। যে ব্যক্তি তার প্রভু-প্রতিপালকের মৰ্যাদাকে শ্রদ্ধাভরে
ভয় কৰে তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত^{৪১}।

দেখুন ৪. ক. ৫২৪১৫।

★★★[এটি রূপক বৰ্ণনা মাৰ্ত। এতে মহাকাশ বিজ্ঞানের অসাধাৰণ উন্নতিৰ কথা বলা হয়েছে। এছাড়া এতে ভৌতিক আকাশ যুদ্ধেৰ প্রতিও ইঙ্গিত থাকতে পাৰে। (হ্যৱত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (ৱাহে): কৰ্ত্তক উৰ্দ্ধতে অনুদিত কুৱআন কৰামে প্ৰদত্ত টীকা দৃষ্টব্য)]

২৯৩৭। দোষীদেৱ অপকৰ্মেৰ ছবি তাদেৱ চোখে-মুখেই ফুট উঠবে তাৱা এ সব পাপকৰ্ম কৰেছে, কি কৱেনি, এইৱেপ প্ৰশ্ৰে কোনই প্ৰয়োজন হবে না। কুৱআনেৰ অন্যত্র (৪১:১১) বলা হয়েছে, অবিশাসীদেৱ অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গ তাদেৱ বিৱৰণে সাক্ষ্য দান কৰবে।

★[আয়াতে বলা হয়েছে, সেদিন অসাধাৰণ ও সাধাৰণ মানুষেৰ কাউকে তার পাপ সম্পর্কে কোন প্ৰশ্ৰ কৰা হবে না। কিয়ামত দিবসে অপৰাধীকে তার চিহ্নাবলী দিয়েই চিনা যাবে। এজন্য প্ৰশ্ৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন থাকবে না। বিশ্বযুদ্ধগুলোতেও বড়লোকেৱা গৱৰীৰ লোকদেৱ কোন প্ৰশ্ৰ কৰে না এবং ছোট ছোট সমাজতান্ত্ৰিক জাতিগুলোও বড় বড় পুঁজিবাদী জাতিগুলোকে প্ৰশ্ৰ কৰে না। ভবিষ্যাদীৰ এ অংশটি সুস্পষ্টভাৱে প্ৰকাশিত হতে এখনো বাকী আছে। (হ্যৱত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (ৱাহে): কৰ্ত্তক উৰ্দ্ধতে অনুদিত কুৱআন কৰামে প্ৰদত্ত টীকা দৃষ্টব্য)]

২৯৩৮। পূৰ্ববৰ্তী কয়েকটি আয়াত আলোচ্য আয়াতেৰ সঙ্গে মিলিত হয়ে এ সময়ে মানুষেৰ অৰ্পণিকৰ অবস্থাৰ চিৰ তুলে ধৰেছে, যখন পূৰ্বোল্লিখিত দুই পৰা-শক্তি পৰম্পৰেৰ বিৱৰণে দণ্ডযুদ্ধ হবে এবং আগবিক যুদ্ধ-ভািতি মানুষেৰ মাথাৰ উপৰে শাশিত তৱৰারিৰ মত ঝুলিবে। বৰ্তমান কালেৱ আন্তৰ্জাতিক জোট বাধাৰ ও মানসিক দুশ্চিন্তাৰ পৰিণামে নজিৱবিহীন এক মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে যাৰ ব্যাপক ধৰ্মসলীলা থেকে কেউই রক্ষা পাৰে না। যুদ্ধতো কাৰ্যত দোয়খ-তুল্য হবে, কিন্তু এৰ জন্য যে প্ৰস্তুতি চলছে তাতেই মানব বিভিন্ন ধৰনেৰ স্থায়ী যন্ত্ৰণাৰ মধ্যে বসবাস কৰছে। এক ধৰনেৰ যন্ত্ৰণা দূৰীভূত না হতেই অন্যান্য ধৰনেৰ যন্ত্ৰণা এসে উপস্থিত হচ্ছে।

২৯৩৯। দুটি জান্নাত (বেহেশ্ত) বলতে বুৰাতে পাৰেং (১) সংভাবে জীবন যাপনেৰ ফলে মনে যে অনাবিল শাস্তি বিৱাজ কৰে তা এবং দৈহিক ভোগ-বিলাসে মন্ত জীবনে জালা ও যন্ত্ৰণাৰ উদ্বেক হয় তা থেকে যুক্তি। আল্লাহ তাআলার খাতিৰে ইহজগতেৰ লোভ-লালসা ও আবেধ কামনা-বাসনা থেকে দূৰে থাকাই হলো একটি ‘জান্নাত’, (২) অপৰ জান্নাতটি হলো পৱজগতে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিৰ মধ্যে অবস্থান লাভ। একজন সত্যিকাৰ মু’মিন ইহজগতেও আল্লাহৰ অনুগ্রহেৰ ছায়াতলে এমন আশিসমণ্ডিত জীবন কৰে যে কোন দুঃখ-কষ্টই তাকে বিচলিত কৰে না। এটাই এই পৃথিবীতে বেহেশ্ত যা আল্লাহ-ভীৱৰ সজ্জনকে ইহলোকে প্ৰদান কৰা হয়ে থাকে, যাৰ মধ্যে সে সদা-সৰ্বদা দিন কাটায়। পৱলোকেৰ প্ৰতিক্রিত বেহেশ্ত ইহকালেৰ বেহেশ্তেৰই প্ৰতিষ্ঠৰি। ইহলোকে ভোগ-কৰা আধ্যাত্মিক স্বাদ ও কল্যাণই পৱলোকে অধিকতৰ স্পষ্টভাৱে বাস্তবে রূপায়িত হবে। সত্যিকাৰ মু’মিন বান্দাৰ এই বেহেশ্তী অবস্থাকে কুৱআনেৰ ১০:৬৫ ও ৪১:৩২ আয়াত দুটিতে বৰ্ণনা কৰা হয়েছে। তা ছাড়া দুটি জান্নাত বলতে দুটি উৰ্বৰ উপত্যকাকেও বুৰাতে পাৰে, যাৰ একটি সেই উপত্যকা যা জাইহান ও সাইহান নদীৰ মধ্যে অবস্থিত থেকে উভয় নদী থেকে পানি-সিল্পন পায় এবং অপৰত হচ্ছে ফুৱাত ও নীল নদীৰ মধ্যবৰ্তী এলাকা যা এই নদীটি থেকে পানি লাভ কৰে। হাদীসে এই নদীগুলোকে জান্নাতেৰ (বাগানেৰ) নদী বলা হয়েছে(মুসলিম)। খলীফা

টীকাৰ অবশিষ্টাংশ পৱৰ্বৰ্তী পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

فَيَوْمَئِنْ لَا يُنْشَلُ عَنْ ذِئْبَةِ إِنْسَ وَلَجَانٌ ③

فِيَأِيْ أَلَّا رَبِّكُمَا تَكَذِّبِينَ ③

يُعْرِفُ الْمُجْرُمُونَ بِسِيَّلِهِمْ قَيْوَحْدُ بِالْتَّوَاصِيَ وَ

إِلَّا قَدْ أَمْرَ ③

فِيَأِيْ أَلَّا رَبِّكُمَا تَكَذِّبِينَ ③

هِذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرُمُونَ ③

يُطْوَفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَيْمَاءِ ③

فِيَأِيْ أَلَّا رَبِّكُمَا تَكَذِّبِينَ ③

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتِ ③

৪৮। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে?

فَيَأْتِيَ الَّذُو رَبِّكُمَا تَكْذِبُونِ^৩

★ ৪৯। দুটোই হবে বহু শাখাবিশিষ্ট^{১৯৪০}।

ذَوَاتًا أَفْنَانٍ^৩

৫০। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে?

فَيَأْتِيَ الَّذُو رَبِّكُمَا تَكْذِبُونِ^৩

৫১। উভয়টিতে দুটি ঝর্ণা বইতে থাকবে^{১৯৪১}।

فِيهِمَا عَيْنٌ تَجْرِينِ^৩

৫২। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে?

فَيَأْتِيَ الَّذُو رَبِّكُمَا تَكْذِبُونِ^৩

৫৩। উভয়টিতে ^কপ্রত্যেক প্রকারের জোড়া জোড়া ফল থাকবে^{১৯৪২}।

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ رَوْجُونِ^৩

৫৪। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে?

فَيَأْتِيَ الَّذُو رَبِّكُمَا تَكْذِبُونِ^৩

৫৫। তারা মোটা রেশমের আস্তর দিয়ে মোড়ানো বিছানায় ^খহেলান দিয়ে বসে থাকবে। আর দুটি জান্নাতের^{১৯৪৩} পাকা ফল (ভারে) নুয়ে থাকবে।

مُشَكِّرِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَاطِينَهَا مِنْ إِسْبُرَقٍ وَ
جَنَّا الجَنَّاتِينَ دَائِنِ^৩

৫৬। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে?

فَيَأْتِيَ الَّذُو رَبِّكُمَا تَكْذِبُونِ^৩

দেশুন ৪ ক. ৪৪৪৬; ৫২২৩; ৫৬২১ খ. ৩৮৫২।

হ্যরত উমর (রাঃ) এর আমলে এই দুটি এলাকাই মুসলিমদের অধিকারে আসে।

২৯৪০। এই পৃথিবীর বুকে প্রকৃত মুসলিম আল্লাহর দিকে তাকিয়ে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট সহ্য করে, ধৈর্য ধারণপূর্বক সৎভাবে জীবন যাপন করে এবং সুচারুরূপে ধর্ম-কর্ম সম্পাদন করে। কাজেই ইহকালীন ধৈর্য-ধারণ, কষ্ট-বরণ এবং সৎকর্মময় ধর্ম-পরায়ণতা পরিকালে বিভিন্ন স্বদের ফুল-ফল রূপে মুমিনদের প্রদান করা হবে।

২৯৪১। “দুটি বারনা বইতে থাকবে” এর অর্থ, ‘হকুকুল্লাহ’(আল্লাহর প্রতি কর্তব্য) ও ‘হকুকুল ইবাদ’ (মানবের প্রতি কর্তব্য), এই দুই কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের আধ্যাত্মিক প্রতিচ্ছবিকে বুঝিয়ে থাকবে। এই দুটি শুভ কর্ম পরিকালে দুটি প্রবহমান ঝর্ণারূপে মুমিনদের আনন্দ বর্ধন করবে। যেহেতু সত্যিকারের মুমিন ব্যক্তি এই দুটি কর্তব্যকে সর্বদা সম্পাদন করে যায়, সেহেতু এই দুটি ঝর্ণাকেও অবিরাম বহমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

২৯৪২। ‘জোড়া জোড়া ফল’ আবার রূপক বর্ণনার মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তির বিশেষ কর্তব্য সম্পাদনের পারলৌকিক প্রতিফলনকে বুঝানো হয়েছে। সেই দুটি কর্তব্যঃ-(১) এই সব কাজ যা তাঁরা স্থীয় আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে করে থাকেন এবং (২) এই সব কাজ যা তাঁরা মানব-সেবার মহতী উদ্দেশ্যে করে থাকেন।

২৯৪৩। “দুটি জান্নাত” এর কথা তিনবার সূরাতে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে করে বেহেশ্তের মহান নেয়ামতের বৈচিত্র্য ও অজস্র ধারা মানুষের মনে ভালভাবে অঙ্গিত হয়ে যায়। এই সব তো মুমিনরা পরলোকে পাবেই, ইহলোকেও তার নমুনা পাবে।

৫৭। এগুলোতে আনতনয়না কুমারীরা থাকবে^{২৯৪৪}। এসব (জান্নাতবাসীর) পূর্বে মানুষ ও জিনদের মাঝে কেউই এদের স্পর্শ করেন^{২৯৪৫}।

৫৮। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে?

৫৯। এরা যেন খুনি ও মুক্তা^{২৯৪৬}।

৬০। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে?

৬১। সদাচরণের বিনিময় সদাচরণ ছাড়া আর কী হতে পারে^{২৯৪৭}?

৬২। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অঙ্গীকার করবে?

৬৩। আর এ দুটি (জান্নাত) ছাড়াও আরো দুটি জান্নাত রয়েছে^{২৯৪৮}।

দেখুন : ক. ৩৭:৪৯; ৩৮:৫৩ খ. ৫৬:২৪।

২৯৪৪। ‘আনতনয়না’ কথাটি দিয়ে বুবায় যে তাদের সার্বিক মনোযোগ আল্লাহর দিকে নিবন্ধ থাকবে এবং তারা আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো দিকে তাকাবে না।

২৯৪৫। মানুষের দ্বারা স্পর্শ হওয়া তো দূরের কথা তাদের হৃদয়ে কোন কুচিত্বাও প্রবেশাধিকার পায়নি। জিন শব্দের একটি অর্থ হতে পারে, ঐ সকল অদ্য জিনিষ যা মনের কৃপ্তবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে। এখানে আবার এই কথার পুনরাবৃত্তি করা প্রয়োজন যে ইসলামের ধ্যান-ধারণা মতে বেহেশতের কল্যাণ রাশি ইহলোকের বৈধ আনন্দসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। বেহেশতে ও প্রাসাদ, অট্টালিকা, বাগান, নদ-নদী, ঝর্ণা প্রবাহ, বৃক্ষরাজি, ফল-ফুল, স্তৰ-পুত্র, বন্ধু-বাঙ্গাব ইত্যাদি থাকবে, তবে ইহজগতের বস্তু-নিয়ম থেকে ঐগুলোর প্রকৃতি হবে ভিন্ন। বাস্তবিক পক্ষে ঐগুলো হবে ধার্মিকগণের ইহলোকে সম্পাদিত সৎকর্মসমূহের আধ্যাত্মিক প্রকাশ।

২৯৪৬। ৫৭ আয়াতে বেহেশতে মু'মিন দশ্পতির মন ও হৃদয়কে পবিত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই আয়াতে এসে তাদের দৈহিক সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে।

২৯৪৭। ‘ইহসান’ শব্দের অর্থ এমনভাবে ‘আল্লাহর ইবাদত করা যেন ইবাদতকারী তাঁকে স্বচক্ষে দেখছে অথবা অস্তত এতুকু একাগ্রতা থাকা যে আল্লাহ তাকে দেখছেন’ (বুবারী)। এর অর্থ বা তাৎপর্য হলো সত্যিকার মু'মিন প্রতিটি কাজ-কর্ম ও পদক্ষেপ নিবার সময় আল্লাহ তাআলাকে তার চোখের সামনে রাখে। আর এর ফলস্বরূপ সে আল্লাহর সন্তুষ্টিরূপ পুরক্ষারে ভূষিত হয়। আর এই আল্লাহর সন্তুষ্টিই সমুদয় বেহেশ্তী পুরক্ষারের সামগ্রিক রূপ।

২৯৪৮। ৪৭ নং আয়াতে উল্লেখকৃত ‘দুটি জান্নাত’ বেহেশতের এবং এই আয়াতে উল্লেখকৃত ‘দুটি (জান্নাত)’ ইহজগতের হতে পারে। মুসলমানদের পরলোকের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল এবং তার বাস্তবতার প্রমাণস্বরূপ এই জগতেও বাগান দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এবং শেষোক্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবে পরিণত করেও দেখানো হয়েছে যখন মুসলমানরা মিশ্র ও ইরাকের উর্বর উপত্যকাগুলো জয় করে নিজেদের দখলে আনে। কিন্তু ৪৭ নং আয়াতে বর্ণিত ‘দুটি জান্নাত’ বর্ণনার দিক দিয়ে এই আয়াতের ‘দুটি (জান্নাতের)’ বর্ণনা থেকে ভিন্ন। এতে বুবা যায়, দুই শ্রেণীর মু'মিনদের কথা বলা হয়েছে। ৪৭ নং আয়াতে বর্ণিত জান্নাত যে শ্রেণীর মু'মিনদেরকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তারা ঐ সকল মু'মিনদের চাইতে উচ্চ মর্যাদা-বিশিষ্ট যাদেরকে আয়াতে জান্নাত দানের কথা বলা হয়েছে। ৪৭ ও ৬৩ নং আয়াত, এই দুটি আয়াতকে যত্নসহকারে তুলনা করে পাঠ করলে এই সত্যটি উপলক্ষ্য করা যাবে। এই দুই শ্রেণীর মু'মিনগণের কথা পরবর্তী সূরায় ১১ আয়াত ও ২৮ আয়াতে যথাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে।

فِيهِنَّ قِصْرٌ الظَّرْفٌ لَمْ يُطْلِعْهُنَّ إِنْ قَلَمْ
وَلَاجَانْ ۝

فِيَأَيِ الَّذِي رَتَكُمَا تَكَبَّرُ ۝

كَانُهُنَّ أَيْقَنُتْ وَالْمَرْجَانْ ۝

فِيَأَيِ الَّذِي رَتَكُمَا تَكَبَّرُ ۝

هُلْ جَزَءٌ لِإِلْحَسَانِ إِلَّا إِلْحَسَانٌ ۝

فِيَأَيِ الَّذِي رَتَكُمَا تَكَبَّرُ ۝

وَمِنْ دُونِهِمَا جَتَّنْ ۝

৬৪। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৬৫। দুটোই হবে ঘন সবুজ^{১৯৪১}।

فِيَأْنِ الَّذِي تَكُمَّلُ كُلُّ بَنْ

مُدْهَامَنْ

৬৬। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৬৭। এ দৃটিতে থাকবে সবেগে বয়ে যাওয়া দুটো ঝারণা^{১৯৫০}।

فِيَأْنِ الَّذِي تَكُمَّلُ كُلُّ بَنْ

فِيمَا عَيْنُ نَصَاحَتْ

৬৮। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৬৯। এ দুটোতে থাকবে নানা রকম ফল ও খেজুর এবং ডালিম।

فِيمَا فَالِمَةٌ وَنَخْلٌ دَرْعَانْ

فِيَأْنِ الَّذِي تَكُمَّلُ كُلُّ بَنْ

৭০। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৭১। এগুলোতে থাকবে পুণ্যবতী (ও) সুন্দরী কুমারী^{১৯৫১}।

فِيمَنْ خَيْرُتْ حَسَانْ

৭২। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

فِيَأْنِ الَّذِي تَكُمَّلُ كُلُّ بَنْ

দেখুন : ক. ৩৬৪৫৮; ৩৮৪৫২; ৪৩৪৭৪।

২৯৪৯। ৪৯ নং আয়াতে বর্ণিত জান্নাতগুলোর বিভিন্ন জাতের বৃক্ষরাজি দ্বারা সজ্জিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে এই কথাই বুবায় যে মু'মিনগণকে এই জান্নাতগুলো প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তাদের সৎকর্মগুলোও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত ছিল, জীবনের সকল শাখা-প্রশাখায় তারা উন্নত কার্য সম্পাদন করেছেন। আর এই আয়াতে (৬৫ নং আয়াতে) জান্নাতগুলোকে ঘন-সবুজ পল্লবগুচ্ছে সজ্জিত বলে বর্ণিত হয়েছে। এতে মু'মিনগণের উন্নত কার্যের ব্যাপকতা, গভীরতা ও বিরামহীনতার কথা প্রকাশ পাচ্ছে।

২৯৫০। এই আয়াতে (৬৭ নং আয়াতে) এবং ৫১ নং আয়াতে মু'মিনগণকে দুই পৃথক ধরনের ঝর্ণা দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। ৫১ নং আয়াতে বর্ণিত ঝর্ণা মুক্ত চলমান প্রাবহধারা বলা হয়েছে (তাজ্রিয়ান)। এতে বুবা যায়, যে সকল মু'মিনকে ৫১ নং আয়াতের ঝর্ণা দেয়া হবে, তারা হবেন অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদার অধিকারী, যারা কোন পুরক্ষার প্রাপ্তির বাসনা না রেখেই নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারের কাজে নিজের জীবনকে অনুক্ষণ ব্যাপ্ত রাখেন। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের প্রতিশ্রুত ঝর্ণাকে 'নায়াখাতান' বা 'সবেগে বয়ে যাওয়া ঝর্ণা' বলা হয়েছে। এটি ত্রি সকল মু'মিনের জন্য প্রতিশ্রুত যারা সাধারণভাবে সৎকর্মে নিয়োজিত থাকেন, পরোপকারও করেন। তাদের সৎকর্মের পরিধি অতটা বিস্তৃত ও বিভিন্নমুখী নয়, যতটা পুরোপুরিত উচ্চ আধ্যাত্মিক পর্যায়ের ধার্মিকগণের সৎকর্ম।

২৯৫১। এই আয়াতে বর্ণিত 'হুর' বা কুমারীকে 'পুণ্যবর্তী ও সুন্দরী' বলা হয়েছে, আর ৫৯ নং আয়াতের কুমারীগণকে ইয়াকুত চুনি-পান্না ও মণি-মুক্তা এবং প্রবাল আখ্যা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এদের বিশেষ উন্নত সৌন্দর্যের কথা বর্ণিত হয়েছে।

৭৩। ইটপাথর দিয়ে নির্মিত নয় এমন প্রাসাদতুল্য
বাড়ীতে^{২৯৫২} সুন্দরী কুমারীরা অবস্থান করবে।*

حُورٌ مَّفْصُورٌ فِي الْخَيَامِ

৭৪। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে
তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্থীকার
করবে?

فَمَا يَرَى إِلَّا رَبِّكُمَا تَكَذِّبُونَ

৭৫। এসব (জান্নাতবাসীর) পূর্বে জিন ও ইনসানের মাঝে
কেউই তাদের স্পর্শ করেনি।

لَمْ يَنْظِهْنَ إِنَّسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ

৭৬। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে
তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্থীকার
করবে?*

فَمَا يَرَى إِلَّا رَبِّكُمَا تَكَذِّبُونَ

৭৭। *তারা সবুজ গালিচায় এবং অতি সুন্দর আড়ম্বরপূর্ণ
বিছানায় হেলান দিয়ে বসে থাকবে^{২৯৫৩}।

مُتَكَبِّنَ عَلَى رَفَقٍ حُضْرٍ وَعَبْرَةٍ حَسَانٍ

৭৮। অতএব (হে জিন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে
তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্থীকার
করবে?^{২৯৫৪}

فَمَا يَرَى إِلَّا رَبِّكُمَا تَكَذِّبُونَ

[৩৩] ৭৯। মহা প্রতাপ ও সমানের অধিকারী তোমার প্রভু-
১৩ প্রতিপালকের নামই আশিসপূর্ণ প্রমাণিত হলো।

تَبَرَّكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ

দেখুন ৪ ক. ৫৫৩৫৫।

২৯৫২। ৫৭ নং আয়াতের ‘আন্ত-নয়ন’ শব্দগুলো অতি উচ্চ পর্যায়ের সতীত্ব প্রকাশ করে। ‘প্রাসাদতুল্য বাড়ীতে অবস্থানরত’ বলে
এই আয়াতে বর্ণিত হুরগণ সাধারণতাবে বিনয় ও সতীত্বের অধিকারী।

*[‘আল্খিমা’ অর্থাৎ বাড়ী। এ জন্যে আল্মুনজিদ দেখুন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক উর্দৃতে অনুদিত কুরআন
করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯৫৩। আবার ৫৫ নং আয়াতের মু’মিনগণ সম্বন্ধে ব্যবহৃত শব্দগুলো তাদের যত উচ্চতর মর্যাদা, সম্মান ও প্রতিপত্তি প্রকাশ করে, এই
আয়াতে (৭৭) বর্ণিত মু’মিনগণ সম্বন্ধে এত উচ্চ গুণ প্রকাশক শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েন। এই আয়াতে এসে দুই শ্রেণীর মু’মিনের
তুলনামূলক বর্ণনা সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তী সূরাতে একশ্রেণীকে বলা হয়েছে ‘অংগামী’(৫৬:১১) এবং অপর শ্রেণীকে বলা হয়েছে ‘ডান
দিকের সহচরগণ’(৫৬:২৮)।

২৯৫৪। এই আয়াতটি এই সূরাতে ৩১ বার ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতটি বার বার ব্যবহার অনর্থক বা তাৎপর্যহীন নয়। মানুষের প্রতি
আল্লাহ তাআলার সীমাহীন আশিস ও অনুগ্রহাজির কথা এই সূরাটিতে বর্ণিত হয়েছে। এই বহুবিধ ও সহস্রধারার দানের প্রেক্ষিতে চিন্তা
করলে এই বাক্যটির বার বার উচ্চারণ যথার্থ বিবেচিত হবে। এতবার স্মরণ করিয়ে দিলেও অকৃতজ্ঞ মানুষ আল্লাহ’র কথা ভুলে যায়।
তাই আল্লাহ তাআলা বজ্রকঠোর ভাষায় মানুষকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন, তারা যদি আত্মশংশোধন না করে তাহলে সর্ববিধুৎসী আগবিক
যুদ্ধের আকারে এমন ভয়াবহ ঐশ্বী শাস্তি নেমে আসবে যে তার দৃষ্টান্ত পূর্বেকার ইতিহাসের পাতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। আসন্ন
মহাবিপদের এই যে সাবধান-বাণী, এও প্রকারান্তরে আল্লাহ তাআলার একটি করুণা বিশেষ।